উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

জনকল্যাণে রাজস্ব

সুখী স্বদেশ গড়তে ভাই
আয়করের বিকল্প নাই

সমৃদ্ধির সোনালি দিন
আনতে হলে আয়কর দিন

প্রকাশনায় : আয়কর বিভাগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আয়কর মেলা ২০১৬

১-৭ নভেম্বর (মঙ্গল-সোমবার)

বিশেষ ক্রোড়পত্র

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
১৭ কার্তিক ১৪২৩
০১ নভেম্বর ২০১৬

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে আগামী ১ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মেলা উপলক্ষে আমি দেশের সম্মানিত করদাতাসহ কর আদায় ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার বিগত সাত বছর ধারাবাহিকভাবে ছয় শতাংশের ওপরে। আমাদের মাথাপিছু আয় বাড়ছে, দারিদ্র্যের হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক খাতে প্রভূত উন্নয়ন হচ্ছে। ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হয়েছি। ২০২১ সালে মধ্য-আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত হতে সরকার বাস্তব ও জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থের পাশাপাশি সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য বলে আমি মনে করি।

রাজস্ব জাতীয় অর্থনীতির প্রাণ। সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, সরকারের বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মানবসম্পদ উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাজস্ব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাজস্ব আয়কর, মূসক (ভ্যাট), সম্পূরক শুল্ক ও আমদানি শুল্ক থেকে আসে। রাজস্ব গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমাদের দেশে নানা কারণে কর ও রাজস্ব প্রদান সংস্কৃতি পুরোপুরি গড়ে উঠেনি। ফলে কর ও রাজস্ব আহরণে সরকারকে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। কর প্রদানে জনগণকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ করতে সরকার ২০১০ সাল থেকে আয়কর মেলার প্রবর্তন করেছে। আয়কর মেলার সুফল হিসেবে দেশে ইতোমধ্যে কর-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে রাজস্ব আহরণ আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরও ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে ১-৭ নভেম্বর ৭ দিন, জেলা শহরগুলোতে ৪ দিন এবং দ্বিতীয়বারের মত ২৯টি উপজেলায় স্থায়ী আয়কর মেলা এবং ৫৭টি উপজেলায় ১ দিন ভ্রাম্যমান আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমি মনে করি এ মেলা করদাতাদের কর প্রদানে উৎসাহিত করবে এবং তাঁরা নির্বিঘ্নে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে পারবেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর মেলার আয়োজন করে কেবল কর সংস্কৃতিতেই নয়, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতেও একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আমি দেশ ও জনগণের স্বার্থে প্রত্যেককেই প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমূহে আয়কর প্রদানের জন্যে সম্মানিত নাগরিকদের উদাত্ত আহ্বান জানাই। করদাতাগণ যথার্থভাবে কর প্রদান করলেই 'সমৃদ্ধির সোনালী দিন, আনতে হলে আয়কর দিন' এই শ্লোগান সার্থক হবে। যে সকল সম্মানিত করদাতা এ বছর দীর্ঘমেয়াদি ও সর্বোচ্চ করদাতা হিসেবে পুরস্কৃত হচ্ছেন, তাদের প্রতি রইলো আমার উষ্ণ ও আন্তরিক অভিনন্দন।

উৎসবমুখর পরিবেশে আয়কর মেলা সম্পন্ন হোক-এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিবারের ন্যায় এবারো ১ নভেম্বর ২০১৬ থেকে সপ্তাহব্যাপী জাতীয় আয়কর মেলার আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাঙ্গালীর হাজার বছরের আবহমান সংস্কৃতিতে মেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে স্থান করে আছে। কিন্তু আয়করের মতো নিরস বিষয়কে নিয়ে মেলার আয়োজন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চমক সৃষ্টি করেছে। কর প্রদানে করদাতাগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অত্যন্ত অপরিহার্য যা তৈরী হয়েছে আয়কর মেলার মাধ্যমে।

২০১০ সাল থেকে চালু হওয়া আমাদের অর্থনৈতিক সংস্কৃতিতে এক নবতর সংযোজন আয়কর মেলা জনসচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। বিশেষ করে এ মেলায় তরুণ নতুন করদাতাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কর প্রদানে তাদের আগ্রহ ও সাড়া সত্যিই প্রশংসনীয়। এটা তাদের অভিভাবকদেরকেও কর প্রদানে উৎসাহিত করবে। এদেশে আয়কর দাতার সংখ্যা এত কম যে সেটা জাতির জন্য লজ্জাজনক। এই লজ্জা থেকে অব্যাহতি পেতে আমাদের অনেক পথ হাঁটতে হবে।

আমি আশা করি জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত রাজস্ব আহরণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করে যাবে।

আমি আয়কর মেলা-২০১৬ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম পি

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের 'রোল মডেল'। বিনিয়োগ ও উন্নয়নের অপার সম্ভাবনায় ভরপুর আমাদের এই দেশ। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী রাজস্ব ভান্ডার। রাজস্ব উন্নয়নের অক্সিজেন। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে একটি রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়ে দেশের রাজস্ব ভান্ডারকে আরো বেশী শক্তিশালী এবং এদেশের মানুষের কল্যাণ সাধনে কাজ করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। দেশের মোট কর রাজস্বের ৯৫ শতাংশের রাজস্ব সম্পদের মধ্যে প্রায় ৮৬ শতাংশ সংগ্রহ করছে এনবিআর। যোগান দিচ্ছে জাতীয় বাজেটের প্রায় ৬০ শতাংশ। রাষ্ট্রের রাজস্ব ভান্ডার সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে 'সম্মানিত করদাতাগণ' এনবিআরকে সহায়তা দিয়ে সবচেয়ে বড় অবদান রাখছেন। দেশের নাগরিকদের আধুনিক ও যুগোপযোগী সেবা দিতে নিয়োজিত এনবিআর।

'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' নীতি অনুসরণ করে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করছে এনবিআর। অংশীজনদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ও করদাতাবান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মসূচি যেমন কর শিক্ষণ ফোরাম, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে কর সেবা প্রদান ইত্যাদির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সাল থেকে উদ্‌যাপিত হচ্ছে আয়কর মেলা। বাংলাদেশের চিরাচরিত সামাজিক পার্বণের মত আয়কর মেলা আমাদের ভিন্নধর্মী এক উৎসব। করদাতাগণ মেলায় এসে আধুনিক ও যুগোপযোগী 'কর সেবা' গ্রহণের পাশাপাশি উৎসবমুখর পরিবেশে আয়কর প্রদান করেন। 'আয়কর মেলা' ইতোমধ্যে করদাতাদের বার্ষিক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। কেবল কর সংগ্রহের উৎসব হিসেবেই নয়, গণমুখি কর প্রশাসনের প্রতিচ্ছবি হয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আয়কর মেলা। পাশাপাশি দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে কর প্রদানে উৎসাহিত করে তাদের মধ্যে কর সচেতনতা তৈরী ও আয়কর বিভাগ সম্পর্কে জনগণের ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টিতে স্বল্প সময়ের এ আয়োজন দেশব্যাপী ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। অন্যান্য দেশেও আমাদের আয়কর মেলাকে রাজস্ব আহরণে একটি উদ্ভাবনমূলক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' ও ২০৪১' এর সফল বাস্তবায়নের প্রত্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে আয়কর মেলা ২০১৬ এর প্রতিপাদ্য 'সুখী স্বদেশ গড়তে ভাই/আয়করের বিকল্প নাই' এবং 'সমৃদ্ধির সোনালী দিন/আনতে হলে আয়কর দিন' -এ শ্লোগানকে সামনে রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে আগামী ১ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর ২০১৬ ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে ৭ দিন, জেলা শহরগুলোতে ৪ দিন এবং দ্বিতীয়বারের মতো ২৯ টি উপজেলায় ২ দিনব্যাপী স্থায়ী আয়কর মেলা এবং ৫৭ টি উপজেলায় ভ্রাম্যমান আয়কর মেলার আয়োজন করছে।

আমার বিশ্বাস, প্রতিবছরের মতো এবারও সম্মানিত করদাতাগণ বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে স্ব-প্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয়কর মেলায় আয়কর প্রদান করবেন। এবারের মেলায় করদাতাগণ প্রথমবারের মত ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক চেষ্টার ধারাবাহিকতায় আয়কর মেলায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন শুল্ক বিভাগ, ভ্যাট বিভাগ, ট্যাক্স ট্রাইব্যুনাল, শুল্ক ও মূসক ট্রাইব্যুনাল, সঞ্চয় অধিদপ্তর এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পৃথক বুথ থাকবে। ফলে মেলায় আগত সম্মানিত করদাতাগণ শুল্ক, ভ্যাট, ট্রাইব্যুনাল, সঞ্চয় অধিদপ্তর এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালনের কার্যক্রমের সাথে সহজে পরিচিতি লাভ করতে পারবেন বলে আমি আশা করি।

আমরা সম্মানিত করদাতাগণের জন্য সেবাধর্মী এবং জবাবদিহিতামূলক একটি শক্তিশালী আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনবিআরকে গড়ে তোলার কাজ করছি। আয়কর মেলার মত সারা বছর উৎসবমুখর পরিবেশে করদাতাগণ যেন কর সেবা পেতে পারেন সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে।

আয়কর মেলা ২০১৬ সুন্দর, সার্থক এবং করদাতাবান্ধব হোক এ কামনা করি।

(মোঃ নজিবুর রহমান)

জাতীয় আয়কর মেলা ২০১৬

আয়কর বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব। সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১-এর সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্ব যোগান দেয়ার লক্ষ্যে সব ধরনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

আয়কর কেবল রাজস্ব আহরণের প্রধান খাত নয়, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কার্যকরী মাধ্যম। পৃথিবীর সকল উন্নত রাষ্ট্রের প্রধান কর হিসেবে বিবেচিত হয় প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর। কিন্তু বাংলাদেশের চিত্রটি ভিন্ন। বাংলাদেশে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা এবং আয়কর আহরণের পরিমাণ আশানুরূপ নয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ কর সচেতনতার অভাব। জনগণকে কিভাবে আয়কর বিষয়ে আরও সচেতন ও সম্পৃক্ত করা যায় সেই ভাবনা থেকেই আয়কর মেলার সূচনা।

মেলা, পালা-পার্বণ, উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদি আমাদের সামাজিক জীবনের নিত্য অনুষঙ্গ। বাঙালি জাতির উৎসবমুখী চিরায়ত সামাজিক জীবনের সাথে ২০১০ সাল থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যুক্ত করেছে এক অভিনব আয়োজন যা'র নাম 'আয়কর মেলা'।

যে কোন মেলায় যেমন থাকে নানাবিধ পসরার সমাহার, তেমনি আয়কর মেলাকে সজ্জিত করা হয় কর প্রদানে উৎসাহী করদাতাদের জন্য নানারূপ সেবার আয়োজন দিয়ে যেমন ই-টিআইএন নিবন্ধন, পুনঃনিবন্ধন, আয়কর রিটার্ন ফরম পূরণ, রিটার্ন গ্রহণ, কর পরিশোধ ইত্যাদি।

ইতোমধ্যে আয়কর মেলা করদাতাদের বার্ষিক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের কর সংস্কৃতি বিকাশে আয়কর মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কেবল কর আহরণ বা করসেবা প্রদানের কেন্দ্র হিসেবেই নয় বরং জন-বান্ধব কর ব্যবস্থাপনার প্রতিচ্ছবি হিসেবে আয়কর মেলা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

২০১০ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামে আয়কর মেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে যার শুরু, সময়ের সাথে সাথে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়নের কারণে তা ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ফলে প্রতি বছর মেলার পরিসর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ছয়টি আয়কর মেলার সাফল্যের খতিয়ানদৃষ্টে সহজেই অনুমেয় হবে আয়কর মেলার জনপ্রিয়তা কত ব্যাপকঃ

আয়কর মেলা	মেলার স্পট সংখ্যা	নতুন TIN/ e-TIN ইস্যু	আয়কর রিটার্ন দাখিল	আয়কর আদায় (কোটি টাকায়)	সেবা গ্রহণকারী (সংখ্যা)
আয়কর মেলা-২০১০	২	৫,৬৩৮	৫২,৫৪৪	১১৩	৬০,৫১২
আয়কর মেলা-২০১১	৮	১০,০৪১	৬২,২৭২	৪১৪	৭৫,১২০
আয়কর মেলা-২০১২	১৮	১৬,২৮৭	৯৭,৮৬৭	৮৩১	৩,৪৬,৮৬৭
আয়কর মেলা-২০১৩	৬৪	৮৬,৬৯৩	১,৩২,০১৭	১,১১৭	৫,১০,১৪৫
আয়কর মেলা-২০১৪	৬৪	২৬,৭৪৫	১,৪৯,৩০৯	১,৬৭৫	৬,৪৯,১৮৫
আয়কর মেলা-২০১৫	১৫০	১০,৬১৯	১,৬১,০৬০	২,০৩৫	৭,৫৭,৭৫৪

আয়কর মেলায় যে সকল সেবা পাওয়া যাবে:

১. ২০১৬-২০১৭ কর বর্ষের আয়কর রিটার্ন জমা দেয়া যাবে এবং রিটার্নের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র পাওয়া যাবে।
২. ই-টিআইএন নিবন্ধন বুথে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানসাপেক্ষে নতুন করদাতাগণ ই-টিআইএন নিবন্ধন ও পুরনো করদাতাগণ পুনঃনিবন্ধন করতে পারবেন।
৩. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ই-পেমেন্ট সংক্রান্ত ওয়েবসাইট (www.nbrepayment.gov.bd) ব্যবহার করে করদাতাগণ অনলাইনে নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে আয়কর পরিশোধ করতে পারবেন।
৪. মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ করদাতাদের জন্য পৃথক বুথ থাকবে।
৫. মেলায় স্থাপিত সোনালী ও জনতা ব্যাংকের বুথে আয়কর জমা দেয়া যাবে।
৬. মেলা প্রাঙ্গনে আয়কর রিটার্ন, ই-টিআইএন আবেদন ফরম এবং চালান ফরম সরবরাহ করা হবে।
৭. ই-পেমেন্টের সুবিধা সম্বলিত পৃথক বুথ থাকবে যেখানে করদাতাগণ অনলাইনে আয়কর পরিশোধ করতে পারবেন।
৮. করদাতাদের সুবিধার্থে হেল্প ডেস্ক, তথ্য কেন্দ্র ও আয়কর অধিক্ষেত্র সংক্রান্ত বুথ থাকবে। এসব বুথে করদাতাগণ আয়কর রিটার্ন ফরম পূরণ, চালান ও পে-অর্ডার প্রস্তুতসহ আয়কর আইন বিষয়ক প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাবেন।
৯. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট www.nbr.gov.bd এ বিদ্যমান Tax Calculator Software ব্যবহার করে করদাতাগণ সহজেই তাদের আয়কর পরিগণনা করতে পারবেন।
১০. শুল্ক বিভাগ, ভ্যাট বিভাগ, কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, শুল্ক ও ভ্যাট ট্রাইব্যুনাল, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পৃথক পৃথক বুথ থাকবে যাতে মেলায় আগত করদাতাগণ আয়কর ছাড়াও শুল্ক, ভ্যাট, ট্রাইব্যুনাল, সঞ্চয় অধিদপ্তর, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের যে কোন তথ্য জানতে পারবেন।
১১. মেলা প্রাঙ্গনে করদাতাদের সুবিধার জন্য ফটোকপির ব্যবস্থা এবং ফুড কোর্ট থাকবে।

আয়কর মেলা ২০১৬: বিভাগ ও জেলাভিত্তিক আয়োজনের তারিখ, স্থান ও সময়সূচি

ক্রম	বিভাগ/জেলা	ভেন্যু	সময়সূচি
১	ঢাকা	নবনির্মিত রাজস্ব ভবন, শেরেবাংলানগর প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও	০১-০৭ নভেম্বর
২	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ ক্লাব লিঃ	০১-০৪ নভেম্বর
৩	মুন্সীগঞ্জ	শিল্পকলা একাডেমী অডিটরিয়াম	০২-০৫ নভেম্বর
৪	মানিকগঞ্জ	জেলা পরিষদ মিলনায়তন	০৪-০৭ নভেম্বর
৫	গাজীপুর	বঙ্গতাজ অডিটরিয়াম	০১-০৪ নভেম্বর
৬	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল ক্লাব	০২-০৫ নভেম্বর
৭	নরসিংদী	মোল্লা টাওয়ার জেলখানার মোড়	০৪-০৭ নভেম্বর
৮	ময়মনসিংহ	জেলা ক্রীড়া সংস্থা, জিমনেসিয়াম, টাউনহল মোড়	০১-০৭ নভেম্বর
৯	কিশোরগঞ্জ	আয়কর অফিস সংলগ্ন খোলা জায়গা, ৯২৮,গাইটাল	০২-০৫ নভেম্বর
১০	শেরপুর	আয়কর অফিস সংলগ্ন খোলা জায়গা, মাধবপুর	০২-০৫ নভেম্বর
১১	নেত্রকোণা	আয়কর অফিস সংলগ্ন খোলা জায়গা, অত্যুনিক হাসপাতাল রোড, জয়নগর	০৩-০৬ নভেম্বর
১২	জামালপুর	আয়কর অফিস সংলগ্ন খোলা জায়গা, কবির ম্যানশন, মুধাপাড়া	০৩-০৬ নভেম্বর
১৩	ফরিদপুর	অম্বিকা মেমোরিয়াল হল	০১-০৪ নভেম্বর
১৪	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী শিল্পকলা একাডেমী	০২-০৫ নভেম্বর
১৫	গোপালগঞ্জ	ব্যাংক পাড়াস্থ অফিস আঙ্গিনা	০১-০৪ নভেম্বর
১৬	মাদারীপুর	এম এম হাফিজ মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী	০৩-০৬ নভেম্বর
১৭	শরীয়তপুর	সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন	০১-০৪ নভেম্বর
১৮	চট্টগ্রাম	জিইসি কনভেনশন সেন্টার, জিইসি মোড়	০১-০৭ নভেম্বর
১৯	বান্দরবান	বান্দরবান জেলা সদর	০২ নভেম্বর
২০	রাঙ্গামাটি	চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ মিলনায়তন	০২ নভেম্বর
২১	খাগড়াছড়ি	পৌর মিলনায়তন, খাগড়াছড়ি	০৩ নভেম্বর
২২	কক্সবাজার	কক্সবাজার জেলা শহরস্থ আয়কর অফিস প্রাঙ্গণ	০২-০৫ নভেম্বর
২৩	সিলেট	মোহাম্মদ আলী জিমনেসিয়াম, সিলেট স্টেডিয়াম	০১-০৭ নভেম্বর
২৪	মৌলভীবাজার	সইফুর রহমান অডিটরিয়াম (মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় অডিটরিয়াম)	০২-০৫ নভেম্বর
২৫	হবিগঞ্জ	জেলা পরিষদ অডিটরিয়াম, কলেজ রোড	০৩-০৬ নভেম্বর
২৬	সুনামগঞ্জ	প্রিয়াঙ্গণ কমিউনিটি সেন্টার, হাছন নগর	০৪-০৭ নভেম্বর
২৭	কুমিল্লা	কর ভবন প্রাঙ্গণ, নজরুল একাডেমি, কান্দির পাড়	০১-০৪ নভেম্বর
২৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আয়কর অফিস প্রাঙ্গণ, ডিসি এসপি রোড, কলেজপাড়া	০১-০৪ নভেম্বর
২৯	চাঁদপুর	জেলা ক্রীড়া সংস্থা অডিটরিয়াম, চাঁদপুর স্টেডিয়াম	০৩-০৬ নভেম্বর
৩০	নোয়াখালী	বি আর ডি বি কমপ্লেক্স, মাইজদী কোর্ট	০২-০৫ নভেম্বর
৩১	ফেনী	আয়কর অফিস প্রাঙ্গণ, ট্রাঙ্ক রোড	০২-০৫ নভেম্বর
৩২	লক্ষ্মীপুর	আয়কর অফিস প্রাঙ্গণ, চৌধুরী প্লাজা, জিরো পয়েন্ট, মাদাম	০৩-০৬ নভেম্বর
৩৩	রাজশাহী	জাফর ইমাম টেনিস কমপ্লেক্স	০১-০৭ নভেম্বর
৩৪	পাবনা	রশিদ হল, জেলা পরিষদ	০১-০৪ নভেম্বর
৩৫	নওগাঁ	আয়োজন কমিউনিটি সেন্টার, জহির প্লাজা, মেইন রোড	০১-০৪ নভেম্বর
৩৬	নাটোর	আয়কর অফিস প্রাঙ্গণ	০১-০৪ নভেম্বর
৩৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নবাবগঞ্জ সরকারী কলেজ অডিটরিয়াম	০১-০৪ নভেম্বর
৩৮	বগুড়া	বিয়াম ফাউন্ডেশন অডিটরিয়াম, উপশহর	০১-০৪ নভেম্বর
৩৯	সিরাজগঞ্জ	আয়কর অফিস প্রাঙ্গণ	০৩-০৬ নভেম্বর
৪০	গাইবান্ধা	আয়কর অফিস প্রাঙ্গণ	০১-০৪ নভেম্বর
৪১	জয়পুরহাট	জেলা পরিষদ মিলনায়তন	০২-০৫ নভেম্বর
৪২	রংপুর	জেলা পরিষদ কমিউনিটি সেন্টার, স্টেশন রোড	০১-০৭ নভেম্বর
৪৩	দিনাজপুর	উপ কর কমিশনারের কার্যালয়, সার্কেল-৮, নীমনগর, বালুবাড়ি	০২-০৫ নভেম্বর
৪৪	ঠাকুরগাঁও	আয়কর অফিস প্রাঙ্গণ, সার্কেল-১৯, নরেশ টোহান রোড, ঘোষপাড়া	০২-০৫ নভেম্বর
৪৫	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সরকারি অডিটরিয়াম	০২-০৫ নভেম্বর
৪৬	নীলফামারী	চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ মিলনায়তন	০২-০৫ নভেম্বর
৪৭	লালমনিরহাট	জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম কাম কমিউনিটি সেন্টার	০২-০৫ নভেম্বর
৪৮	কুড়িগ্রাম	জেলা পরিষদ মিলনায়তন	০২-০৫ নভেম্বর
৪৯	বরিশাল	অশ্বিনী কুমার টাউন হল	০১-০৭ নভেম্বর
৫০	ঝালকাঠি	সানাই কমিউনিটি সেন্টার	০২-০৫ নভেম্বর
৫১	বরগুনা	শিল্পকলা একাডেমী	০৩-০৬ নভেম্বর
৫২	ভোলা	মমতাজ কমপ্লেক্স ইলিশা রোড	০৩-০৬ নভেম্বর
৫৩	পটুয়াখালী	শেরে-ই-বাংলা কমিউনিটি সেন্টার সংলগ্ন পটুয়াখালী ক্লাব	০২-০৫ নভেম্বর
৫৪	পিরোজপুর	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফি,(পুরাতন হাসপাতাল) সদর রোড	০২-০৫ নভেম্বর
৫৫	খুলনা	কর ভবন প্রাঙ্গণ, বয়রা	০১-০৭ নভেম্বর
৫৬	যশোর	আয়কর অফিস প্রাঙ্গণ, টিবি ক্লিনিক মোড়, রেল রোড	০২-০৫ নভেম্বর
৫৭	বাগেরহাট	অফিসার্স ক্লাব, শহীদ মিনার রোড	০২-০৫ নভেম্বর
৫৮	সাতক্ষীরা	জেলা শিল্পকলা একাডেমী	০২-০৫ নভেম্বর
৫৯	মেহেরপুর	পৌরসভা টাউন হল	০২-০৫ নভেম্বর
৬০	চুয়াডাঙ্গা	আয়কর অফিস প্রাঙ্গণ, সমবায় ব্যাংক ভবন, কোর্ট রোড	০২-০৫ নভেম্বর
৬১	ঝিনাইদহ	২ নং পানির ট্যাংক মার্কেট (৩য় তলা), মাওলানা ভাসানী সড়ক	০২-০৫ নভেম্বর
৬২	কুষ্টিয়া	পৌরসভা মিলনায়তন, চৌধুরী কাউয়ার উদ্দিন আহমেদ সড়ক	০৩-০৬ নভেম্বর
৬৩	নড়াইল	আয়কর অফিস প্রাঙ্গণ, হামিদা মঞ্জিল, আলাদাতপুর	০৪-০৭ নভেম্বর
৬৪	মাগুরা	আয়কর অফিস প্রাঙ্গণ, ৬৮ বীর উত্তম হোসেন রোড, পশ্চিম সাহাপাড়া	০৪-০৭ নভেম্বর

উপজেলা পর্যায়ে আয়কর মেলা:

২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো উপজেলা পর্যায়ে আয়কর মেলা বিস্তৃত করা হয়। এ বছর আরও বৃহত্তর পরিসরে উপজেলা পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত ভেন্যু ও সময়সূচি অনুযায়ী ০২ দিন স্থায়ী আয়কর মেলার আয়োজন করা হয়েছে:

ক্রম	উপজেলা ও জেলা	সময়সূচি
১	লালমোহন, ভোলা	০৪-০৫ নভেম্বর
২	গলাচিপা, পটুয়াখালী	০৫-০৬ নভেম্বর
৩	স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর	০৬-০৭ নভেম্বর
৪	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	০৩-০৪ নভেম্বর
৫	নলছিটি, ঝালকাঠী	০২-০৩ নভেম্বর
৬	ঝিকরগাছা, যশোর	০৩-০৪ নভেম্বর
৭	নওয়াপাড়া, যশোর	০৩-০৪ নভেম্বর
৮	কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	০৬-০৭ নভেম্বর
৯	ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া	০৬-০৭ নভেম্বর
১০	মংলা, বাগেরহাট	০৬-০৭ নভেম্বর
১১	কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা	০৬-০৭ নভেম্বর
১২	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	০২-০৫ নভেম্বর
১৩	সাভার, ঢাকা	০৬-০৭ নভেম্বর
১৪	আশুলিয়া, ঢাকা	০৬-০৭ নভেম্বর
১৫	সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম	০৩-০৪ নভেম্বর
১৬	চকরিয়া, কক্সবাজার	০৩-০৪ নভেম্বর
১৭	বদরগঞ্জ, রংপুর	০৬-০৭ নভেম্বর
১৮	ফুলবাড়ি, দিনাজপুর	০৬-০৭ নভেম্বর
১৯	বোচাগঞ্জ, পঞ্চগড়	০৬-০৭ নভেম্বর
২০	সৈয়দপুর, নীলফামারী	০৬-০৭ নভেম্বর
২১	পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও	০৬-০৭ নভেম্বর
২২	গোলাপগঞ্জ, সিলেট	০৫-০৬ নভেম্বর
২৩	মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	০৩-০৪ নভেম্বর
২৪	শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	০৬-০৭ নভেম্বর
২৫	গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা	০৬-০৭ নভেম্বর
২৬	সাঁথিয়া, পাবনা	০৬-০৭ নভেম্বর
২৭	কাশিনাথপুর, পাবনা	০৬-০৭ নভেম্বর
২৮	ঈশ্বরদী,